গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
চিকিৎসা শিক্ষা-২ শাখা
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং স্বাপকম/চিশি-২/রাচিঅ-বিবিধ/১৯/২০১১/১৪৫ তারিখঃ-০৬-০৩-২০১৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড-২০১৫ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড-২০১৫ এর খসড়ার উপর সর্বসাধারনের মতামত প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত খসড়াটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রস্তাবিত সংশোধনীর এক প্রস্ত নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

৬/৩/২০১৬
(মাহফুজা আকতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪০৬৯০

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। সচিব, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ, ২০৩ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরনী (৮৬ বিজয়নগর) ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৫

যেহেতু বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত প্যারামেডিকেল কার্যক্রমে দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজনীয়, যেহেতু প্যারামেডিকেল শিক্ষার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন

সেহেতু এদদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল।

অধ্যায়- ১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন ঃ**

(১) এই আইন বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইন-

(ক) "বোর্ড" অর্থ এই আইন -এর অধীন প্রণীত বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড;

(খ) "সরকার" অর্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে,

(গ) "ইনস্টিটিউট" অর্থ বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ইনস্টিটিউট সমূহকে বুঝাইবে;

(ঘ) "নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে;

(ঙ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড এর চেয়ারম্যান;

(চ) "সচিব" অর্থ বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড এর সচিব;

(ছ) "প্রবিধি" অর্থ এই আইনের অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধি;

(জ) "প্রজ্ঞাপন" অর্থ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি;

(ঝ) "পরীক্ষা" অর্থ বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত পরীক্ষা বুঝাইবে;

(ঞ) প্যারামেডিকেল শিক্ষা অর্থ স্নাতক পর্যায়ের নিম্নে সহযোগী মেডিকেল শিক্ষা সম্পর্কিত ও এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোর্স সমূহকে বুঝাইবে।

(ট) "অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল)" অর্থ কোন ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ও একাডেমিক প্রধানকেই বুঝাইবে।

(ঠ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত 'বিধি'।

অধ্যায়-২

বোর্ড

৩। বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড এর গঠন ঃ

(ক) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারী গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড" নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিবে।

(খ) বোর্ড একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। বোর্ড স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(গ) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা সরকার প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড গঠণ, পরিচালনার পদ্ধতি ও ক্ষমতা নির্ধারণ করিবে।

৪। **বোর্ডের নিযুক্ত বা মনোনীত সদস্যদের মেয়াদ ঃ**

(১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং যে কোন মনোনীত সদস্য এবং নিযুক্তির তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদকাল পর্যন্ড় স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন, এবং এইরূপ মেয়াদ পরবর্তী মনোনয়ন বা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ড় বহাল থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন সদস্য চেয়ারম্যান বরাবরে পত্রযোগে তাহার সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ড় উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

৫। **বোর্ডের সদস্যদের অযোগ্যতা ঃ**

(১) বোর্ডের সদস্য হিসাবে এমন ব্যক্তি মনোনীত বা নিযুক্ত হইতে পারিবেন না যদি তিনি-

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ হিসেবে বিবেচিত হন; বা

(খ) দেউলিয়া হিসাবে দোষী সাব্যস্ড় হন; বা

(গ) দেউলিয়া ঘোষিত হইলে সদস্য হইতে পারিবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ড় তিনি কোন আদালত হইতে এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিতে পারিবেন যে, দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হওয়ার উপর্যুক্ত কারণ ব্যতিরেকে অন্যকারণে তিনি দেউলিয়া দোষে দোষী হয়েছিলেন; বা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ড় হইবার পর উক্ত আদালত কর্তৃক তাহাকে ক্ষমা করা না হয় বা শাস্তি ভোগের পর পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ড় না হয়।

(২) যদি বোর্ডের মনোনীত বা নিযুক্ত কোন সদস্য তাহার মনোনয়ন বা নিযুক্তির পর উপ-ধারা (১) এর অধীন বিবেচিত হন, তাহা হইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যাইবে।

৬। **সাময়িক শূণ্যতাপূরণ ঃ**

পদত্যাগ, মৃত্যুজনিত বা অন্য যে কোন কারণে বোর্ডে মনোনীত বা নিযুক্ত কোন সদস্যের পদ শূণ্য হইলে, উক্ত

শূণ্য পদে নতুন সদস্য মনোনীত বা নিযুক্ত করা হইবে।

৭। চেয়ারম্যান নিয়োগঃ

(ক) আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।

(খ) বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল হইতে চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধিত এবং সরকারী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ/নিয়মিত অধ্যাপক হিসেবে নূন্যতম ৩ বৎসর এবং প্রশাসনিক পদে নূন্যতম ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা অথবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত পরিচালক হিসেবে নূন্যতম ২ বৎসরের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসহ মোট ২০ বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হইবে।

অধ্যায়- ৩

অর্থ

৮। বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড এর তহবিলঃ

(১) বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) **THE BENGAL MEDICAL (EAST BENGAL AMENDMENT) BILL-1949 (as passed by the Assembly on the 9th April, 1949.)** এর অধীন উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ;
(খ) এই আইনের অধীন ধার্য্যকৃত যাবতীয় ফি;
(গ) বোর্ড কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত যে কোন পরিমান আয়;
(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঙ) সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(চ) সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে কোন বিদেশী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(জ) বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের তহবিল এই বোর্ডের তহবিলে ন্যাস্ড় হইবে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত তহবিল এই বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(২) বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড এর চেয়ারম্যান ও সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

৯। **হিসাব ঃ** বোর্ড উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব বহি প্রচলিত আইন অনুসারে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

১০। **অডিট (নিরীক্ষা) ঃ**
(ক) বোর্ড যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
(খ) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(গ) উপধারা (খ) এ উল্লেখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accounts Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) Article 2(6) তে সংজ্ঞায়িত চাটার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক চাটার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(ঘ) উপধারা (গ) এর অধীন নিয়োগকৃত চাটার্ড একাউন্টেন্ট এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(ঙ) উপধারা (খ) বা (গ) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তদ্‌কর্তৃক

এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা ক্ষেত্রমত, চাটার্ড একাউন্টেন্ট বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল হস্তক্ষেপ নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং যে কোন সদস্য বা ট্রাস্টের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

১১। **অডিট রিপোর্ট ঃ** অডিটর বোর্ডের তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার রিপোর্টের অনুলিপি পরবর্তী আর্থিক বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট পেশ করিবেন এবং চেয়ারম্যান উহা পরবর্তী বোর্ড সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করিবেন।

অধ্যায়- ৪

বিবিধ

১২। **বৈধতা ঃ** শুধুমাত্র কোন পদে শূণ্যতা, বোর্ড গঠনে কোন প্রকার ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১৩। **পেনশন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ঃ**

(ক) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই শর্ত সাপেক্ষে এবং উপযুক্ত মনে করিলে উক্তরূপ উপায়ে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বার্থে উক্ত বোর্ড পেনশন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন করিবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠনের পর বোর্ড উক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড কোন খাতে প্রযোজ্য হইবে এতদ্‌বিষয়ে বিধি বিধান ঘোষণা করিতে পারিবে।

(খ) উক্ত তহবিলের যোজন ও বিয়োজন সংক্রান্ড় জমাকরণের শর্তাবলী এবং উহা হইতে উত্তোলন এবং অগ্রিম গ্রহণ এর পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হইবে।

১৪। **বিধি প্রণয়ন ঃ**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাঃ**

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৬। **পরিবৃত্তিকাল বিধান ঃ**

(ক) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য মনোনীত বা নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ড় বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পদাধিকারবলে মনোনীত সদস্যগণ এই আইনের অধীন গঠিত কমিটির যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(খ) সকল সদস্য মনোনীত এবং নিযুক্ত হইবার পর, কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড এই আইনের অধীন গঠিত সকল কমিটির ক্ষমতা প্রয়োগ ও যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন।

১৭। জটিলতা নিরসন ঃ বোর্ড গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে বা বোর্ডের সদস্যদের প্রথম সভা সম্পর্কিত বিষয়ে বা এই আইনের বিধানাবলী কার্যকারিতার প্রারম্ভে যদি কোন জটিলতার উদ্ভব হয় তাহা হইলে, সরকার এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্তরূপ জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় ও সমীচীন যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ ঃ

(ক) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে **THE BENGAL MEDICAL (EAST BENGAL AMENDMENT) BILL-1949 (as passed by the Assembly on the 9th April, 1949.)** রহিত করা হইল।

(খ) **THE BENGAL MEDICAL (EAST BENGAL AMENDMENT) BILL-1949 (as passed by the Assembly on the 9th April, 1949.)** রহিত করণ সত্বেও এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পূর্বতন আইনের অধীনে প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধান, আদেশ, নিয়োগ, জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ, কৃত কোন কর্মকান্ড বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত, ইস্যুকৃত বা মঞ্জুরীকৃত, বিধি, প্রবিধান, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ এই আইনের অধীন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(গ) ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত আইন, অতঃপর ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত আইনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুযদ এর সমুদয় সম্পত্তি, সকল দায় ও সম্পদসমূহ এবং কোন ইনস্টিটিউটের তালিকাভুক্তি সংক্রান্ড় যাবতীয় দায়িত্ব কর্তব্য ও পরিদর্শনের যাবতীয় ক্ষমতা তাৎক্ষনিক বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ড়কৃত হিসাবে গন্য হইবে।

১৯। **মোকদ্দমায় নিষেধাজ্ঞা ঃ** এই আইন বা তদধীন প্রণীত কোন কমিটি কর্তৃক বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, বা বোর্ড বা চেয়ারম্যান বা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা, ফৌজদারী কার্যক্রম বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

তফসিল

বোর্ডের প্রথম রেগুলেশন

১। **বোর্ড গঠন ঃ নিম্নরূপভাবে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ**

(ক) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন;

(খ) যুগ্ম সচিব, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-সদস্য (পদাধিকারবলে);

(গ) পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা-সদস্য (পদাধিকারবলে);

(ঘ) সরকারী মেডিকেল কলেজের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (সরকার কতৃক মনোনীত সদস্য);

(ঙ) ডীন চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (পদাধিকারবলে সদস্য);

(চ) সরকারী ডেন্টাল কলেজের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য);

(ছ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপসচিব পর্যায়ে মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য।

(জ) সরকারী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য);

(ঝ) সরকারী মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য);

(ঞ) বেসরকারী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য);

(ট) বেসরকারী মেডিকেল এসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য);

(ঠ) রেজিস্ট্রার, বিএমএন্ডডিসি, সদস্য (পদাধিকারবলে);

(ড) সচিব, ফার্মেসী কাউন্সিল, সদস্য (পদাধিকারবলে);

(ঢ) সচিব, বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড, যিনি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

২। বোর্ডের ক্ষমতা ঃ

(ক) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্যারামেডিকেল এডুকেশনের (স্নাতক পর্যায়ের নিম্নে) প্রতিষ্ঠান, পরিচালনা, তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(খ) সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং বিধৃত বিধানসমূহ ক্ষুণ্ন না করিয়া বোর্ডের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(১) বিভিন্ন কোর্সের পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা;

(২) বোর্ডের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বা বোর্ডের পক্ষে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তার নিজস্ব পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোন ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি মঞ্জুর বা স্থগিত বা প্রত্যাহার করা;

(৩) ইনস্টিটিউটে ছাত্রদের ভর্তির শর্তাবলী এবং ইনষ্টিটিউট হইতে ছাত্রদের বদলী সংক্রান্ড় বিধানাবলী নির্ধারণ করা;

(৪) ইনস্টিটিউট পরিচালনা পদ্ধতি ও রীতি-নীতি নির্ধারণ করা;

(৫) বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন ইনস্টিটিউটে উহার কর্মকর্তাদের দ্বারা বা তৎকর্তৃক উপযুক্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রয়োজনে যে কোন ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করানো;

(৬) কোর্স সিডিউলের সমাপনান্ডে পরীক্ষা গ্রহণ, স্থগিত অথবা পরিচালনা করা;

(৭) বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা;

(৮) বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় কৃতকার্যদের সার্টিফিকেট মঞ্জুর ও প্রদান এবং তাহাদের থেকে সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করা;

(৯) ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কাউন্সিল এর অভিযোগ নিষ্পত্তি করা;

(১০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ডের জনবল কাঠামো এবং সরঞ্জামাদি তালিকা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে এইরূপ বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট নিয়োগ করা;

(১১) উক্ত বিধিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফি নির্ধারণ, চাহিদা নির্ধারণ ও গ্রহণ করা;

(১২) ইনস্টিটিউটের ভাতা প্রদান স্থগিত বা ব্যবস্থা করা এবং পুরষ্কার, বৃত্তি, মেডেল ইত্যাদি প্রদান করা;

(১৩) বোর্ডের কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে উহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা;

(১৪) সকল প্যারামেডিকেল ডিপেন্ডামা এডুকেশন ইনস্টিটিউট সমূহ পরিচালনা, তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। বোর্ড পরিচালনা ঃ প্রতি ক্যালেন্ডার বছরে নূন্যতম ৪ (চার)টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(ক) বোর্ডের বাজেট সভা প্রতি বৎসর ৩১ শে মার্চ বা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) বোর্ড সভার সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি ব্যতিরেকে সভায় কোন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে না।

গ) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বোর্ডের কোন সভায় উপস্থিত সদস্যগনের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতি হিসেবে বোর্ডের সভা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

৪। চেয়ারম্যানের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

(ক) বোর্ডের চেয়ারম্যান বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(খ) পদত্যাগ, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে শূন্য হওয়া সাপেক্ষে যদি অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য থাকে, সেইক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত চেয়ারম্যানের কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য উপযুক্ত কাউকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(গ) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং একাডেমিক অফিসার হইবেন এবং নিম্নরূপ কমিটি সমূহের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, যথাঃ

(অ) পরিচালনা বোর্ড
(আ) একাডেমিক কমিটি;
(ই) সিলেকশন কমিটি;
(ঈ) ফাইনান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি;
(উ) জনবল কাঠামো কমিটি;
(ঊ) প্রমোশন কমিটি; এবং
(ঋ) সময় সময় প্রয়োজনে গঠিত এইরূপ অন্যান্য কমিটি সমূহ;

(ঘ) এই আইনের বিধি বিধান প্রতিপালিত হইতেছে কিনা সেই বিষয়সমূহ চেয়ারম্যান পর্যবেক্ষন করিবেন এবং তিনি এইরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(ঙ) বোর্ডের প্রশাসনিক কোন জরুরী প্রয়োজনে, চেয়ারম্যান স্বীয় সিদ্ধান্ত বলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করিবেন।

(চ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত বা এই আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান এইরূপ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(ছ) চেয়ারম্যান, তাহার সুপারিশক্রমে, বোর্ড বা এই আইনের অধীন গঠিত কোন কমিটির আদেশ বা সিদ্ধান্তের কপি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। অতঃপর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপর্যুক্ত মনে করিলে চূড়ান্ত করিবেন, তবে উক্তরূপ আদেশ বা সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পন্নাধীন থাকাবস্থায়, চেয়ারম্যান এইরূপ আদেশ বা সিদ্ধান্তের কার্যকরতা স্থগিত করিতে পারিবে।

(জ) চেয়ারম্যান বোর্ডের চীফ একাডেমিক এবং এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হইবেন এবং বোর্ডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশ্বস্ততার সহিত সুচারুরূপে তাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন কিনা উহা নিশ্চিত করিবেন এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি-

(অ) বোর্ডের কর্মকর্তাদের আচরণ, চরিত্র এবং দক্ষতা ও নিষ্ঠার গোপনীয় প্রতিবেদন লিখিবেন;

(আ) বোর্ডের কর্মকর্তাদের বিরূদ্ধে শৃখলা ভঙ্গজনিত অভিযোগ বিবেচনার জন্য বোর্ডের নিকট সুপারিশ করিবেন; এবং

(ই) বোর্ডের আপীলের বিধান সাপেক্ষে, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত এইরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(ঝ) চেয়ারম্যান, বোর্ডের কর্মকর্তাদের (তাহার নিজেরসহ) এবং এই আইনের অধীন গঠিত কমিটির সদস্যগণের ভ্রমনভাতা বিলে প্রতি স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(ঞ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চেয়ারম্যান বোর্ডের এখতিয়ারাধীন কোন ইনস্টিটিউট/কলেজ পরিদর্শন বোর্ড সংশিশ্লষ্ট কোন বিষয়ের তদন্ত, বা অনুমোদিত কোন ইনস্টিটিউশনের তদন্ত কার্য অথবা বোর্ডের পুনর্গঠন বিষয়ক তদন্ত কার্য বোর্ডের কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(ট) চেয়ারম্যান, পরীক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, বোর্ডের পেপার সেটার, মডারেটর, অনুবাদক, পরীক্ষক এবং পরীক্ষা সংশিশ্লষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং টেবুলেটর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(ঠ) এই আইনের বা উহার অধীন প্রণীত প্রবিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চেয়ারমান প্রয়োজন মনে করিলে লিখিতভাবে বোর্ডের কোন কর্মকর্তার নিকট তাহার এইরূপ যে কোন ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ প্রদত্ত যে কোন বা সকল ক্ষমতা লিখিতভাবে প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

৫। **সচিবের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

(ক) চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীন সাপেক্ষে, সচিব বোর্ড অফিসের প্রশাসনিক ও একাডেমিক বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও আদেশসমুহ চেয়ারম্যানের নির্দেশ মোতাবেক বাস্তবায়ন ও পালন করিবেন।

(খ) সচিব নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্বসমুহ প্রয়োগ ও পালন করিবেন, যথাঃ-

(অ) তিনি বোর্ডের তহবিল আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথাযথ ব্যয় হচ্ছে মর্মে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।

(আ) তিনি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য বাৎসরিক হিসাব বিবরণী ও প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করিবেন এবং উহা বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(ই) তিনি চেয়ারম্যানের নির্দেশানুযায়ী বোর্ডের এবং কমিটির যাবতীয় সভার আয়োজন করিবেন। বোর্ডের বা কমিটির সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি তৎসংশিশ্লষ্ট বিষয়ে চেয়ারম্যানের নির্দেশাবলী পালন করিবেন এবং চেয়ারম্যানের পূর্বানুমোদন ব্যতীত সভার এইরূপ কোন আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করিতে পারিবেন না।

(ঈ) তিনি পরীক্ষা সংশিশ্লষ্ট কার্যাবলী পরিচালনা ব্যতীত চেয়ারম্যানের কর্তৃত্বাধীন থাকিয়া বোর্ডের অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং বোর্ডের এবং উহার কমিটির কার্যবিবরণী রেকর্ডে সংরক্ষণ করিবেন এবং বোর্ড বা কমিটির যাবতীয় কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

(উ) সচিব কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় ফি এবং বোর্ডে প্রদেয় বকেয়াসমূহ বিলম্ব না করিয়া ব্যাংকে বোর্ডের হিসাবে বা ট্রেজারীতে বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে জমা প্রদান করিবেন।

(ঊ) তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন। তিনি যথাযথভাবে ধার্যকৃত অর্থ কর্তন ও গ্রহণ এবং উক্ত অর্থ বোর্ডের হিসাবে জমা দিবেন।

(ঋ) সচিব বোর্ডের অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের তত্ত্বাবধানে এবং একই সাথে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার খরচের জন্য দায়ী থাকিবেন। পঞ্চাশ হাজার এর অধিক এমন সাধারণ ব্যয়সমুহের জন্য তাহাকে অবশ্যই চেয়ারম্যানের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুমোদন গ্রহণ না করা পর্যন্ত উহা তাহার দায়িত্বে থাকিবে।

(এ)সচিব সকল সম্ভাব্য ব্যয় এবং অন্যান্য বিলসমূহ নির্বাহ ও উত্তোলন করিবেন।

(ঐ) তিনি বোর্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভ্রমন ভাতাদি সম্পর্কিত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ও) চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত এইরূপ অন্যান্য সকল দায়িত্ব তিনি পালন করিবেন।

(গ) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সময় সময়, প্রয়োজনে সচিবের উপর অর্পিত এই সকল দায়িত্ব যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে অর্পন করিতে পারিবেন।

৬। **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**

(ক) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চেয়ারম্যান এর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বোর্ডের পরীক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন এবং বোর্ডের পরীক্ষা আয়োজন ও পরিচালনার সকল আয়োজন সম্পন্ন করিবেন।

(খ) সুনির্দিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে এবং উপরি-উক্ত প্রবিধান সমূহের ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন, যথাঃ-

(অ) তিনি বোর্ডের পরীক্ষা সংশিণ্টষ্ট আবেদনসমূহ গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত পরীক্ষা বিষয়ক যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং এই প্রবিধানের অধীন প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট সরবরাহ করিবেন;

(আ) যথাসময়ে প্রশ্নপত্র পাওয়া, মডারেশান, সঞ্চালন ও মুদ্রণ এবং উহাদের তত্ত্বাবধান ও গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(ই) তিনি-

- (i) যথাসময়ে সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষা সামগ্রী সঠিকভাবে বিতরণ করিবেন।
- (ii) সকল পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে উত্তরপত্র ও প্রতিবেদন এবং অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহ সংগ্রহ করিবেন।
- (iii) পরীক্ষকদের সভা আয়োজন, তাহাদের নিকট উত্তরপত্র সঠিকভাবে বন্টন এবং মার্কসীটসহ একত্রে উত্তরপত্র সংগ্রহ করিবেন।
- (iv) পরীক্ষকদের নিকট উত্তরপত্র (নম্বরপত্র) বন্টন, তাহাদের নিকট হইতে নম্বর সংগ্রহ এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত টেবুলেটরদের নিকট নম্বরপত্র বন্টন করিবেন।
- (v) টেবুলেশন করা ফলাফলপত্র টেবুলেটরদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন।
- (vi) যথাসময়ে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করিবেন এবং
- (vii) যথাসময়ে কৃতকার্য প্রার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(ঈ) বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ড় বিষয়ে তিনি যাবতীয় তথ্যাদির কঠোর গোপনীয়তা ও নিশ্চয়তা বিধান করিবেন।

(উ) নিম্নরূপ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চেয়ারম্যান এর নিকট সুপারিশ করিবেন, যথাঃ-

- (i) নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র চালুকরণ এবং প্রয়োজনে পুরাতন পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধকরণের সুপারিশসহ পরীক্ষাকেন্দ্র নির্বাচন করার বিষয়ে।
- (ii) প্রয়োজনীয় এইরূপ অন্যান্য সকল বিষয় সমূহ।

(ঊ)চেয়ারম্যান কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য এইরূপ সকল দায়িত্ব তিনি পালন করিবেন;

(ঋ) পরীক্ষা সংশিষ্ট সকল সভায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অলোচ্যসূচী সহকারে অংশগ্রহণ করিবেন।

(এ) এই প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সময় সময়, প্রয়োজনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উপর অর্পিত এই সকল দায়িত্ব যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে অর্পন করিতে পারিবেন।

(ঐ) "প্রশ্নপত্র ফাঁস বিষয়ে দেশে প্রচলিত সকল প্যারামেডিকেল ডিপ্লোমা এডুকেশন ইনস্টিটিউট এর পরীক্ষা সমূহের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়া গেলে এবং তাহা আদালত কর্তৃক প্রমানিত হইলে এতদ্‌বিষয়ে জড়িত ব্যাক্তি/ব্যাক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে"।

৭। **একাডেমিক কমিটির গঠন ঃ** একাডেমিক কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);
(খ) পরিচালক, মেডিকেল এডুকেশন ও জনশক্তি স্বাস্থ্য উন্নয়ন (পদাধিকারবলে);
(গ) ঢাকাস্থ সরকারী মেডিকেল কলেজের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);
(ঘ) ঢাকাস্থ সরকারী ডেন্টাল কলেজের ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);
(ঙ) সরকারী আইএইচটি (IHT) হইতে ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);
(চ) সরকারী ম্যাটস (MATS) হইতে ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);
(ছ) বেসরকারী আইএইচটি (IHT) হইতে ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত);
(জ) বেসরকারী ম্যাটস (MATS) হইতে ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত);
(ঝ) বোর্ডের সচিব একাডেমিক কমিটির সদস্য সচিব হইবেন।

৮। **একাডেমিক কমিটির সদস্যদের মেয়াদকাল ঃ** একাডেমিক কমিটির পদাধিকারবলে সদস্যগণ, নির্বাচিত সদস্য ব্যতীত, দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৯। **সভার কোরাম ঃ** কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

১০। **একাডেমিক কমিটির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ**
(ক) একাডেমিক কমিটির সাধারণ নীতিমালা অনুযায়ী এবং শিক্ষকদের এবং পরীক্ষার মান নির্ধারণের সকল দায়িত্ব পালন এবং তদবিষয়ে তদারকীর ক্ষমতা থাকিবে।
(খ) উপরি-উক্ত প্রবিধানসমূহ ক্ষুণ্ন না করিয়া এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, একাডেমিক কমিটি নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন, যথাঃ-

(অ) শিক্ষকতা এবং পরীক্ষার মান নির্ধারণে;

(আ) প্রতিটি কারিকুলাম কমিটি এবং কোর্স কমিটির উপর অর্পিত বিষয় বা বিষয়সমূহ নির্ধারণে;

(ই) শিক্ষক এবং পরীক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কে চেয়ারম্যানকে পরামর্শ প্রদান করা;

(ঈ) কোন পরীক্ষার সাধারণ পরিকল্পনাসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ প্রদান করা।

১১। (ক) বোর্ড অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কোর্সের জন্য একটি কারিকুলাম এবং একটি কোর্স কমিটি থাকিবে। এইরূপ প্রতিটি কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(অ) চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);
(আ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত কোর্স সংশিণ্টষ্ট দুইজন শিক্ষক;
(ই) বোর্ড কর্তৃক মনোনীত প্যারামেডিকেল শিক্ষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি;
(ঈ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট কোর্স অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য;
(উ) বোর্ডের সচিব কালিকুলাম ও কোর্স কমিটির সদস্য সচিব হইবেন।
কোর্স সংশিণ্টষ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া না গেলে সেইক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান কারিকুলাম কমিটির এবং কোর্স কমিটির সর্বোচ্চ ৭ (সাত) জন সদস্য নির্ধারণ করিবেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়ন অনুমোদন করিবেন।

(খ) কারিকুলাম কমিটি এবং কোর্স কমিটির সদস্যদের নিয়োগকাল ২ (দুই) বৎসর হইবে।
(গ) কোর্স সংশিণ্টষ্ট একাডেমিক কাজের বিষয়ে প্রতিটি কারিকুলাম কমিটি ও কোর্স কমিটি বিবেচনা করিবেন।
(ঘ) কারিকুলাম কমিটি এবং কোর্স কমিটির সভার কোরামের জন্য তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

১২। **ফাইনান্স এবং এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির গঠন ও কার্যাবলী ঃ**

(ক) অর্থ কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(অ) চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);
(আ) সরকারী আইএইচটি (IHT) হইতে ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);
(ই) সরকারী ম্যাটস (MATS) হইতে ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);
(ঈ) বেসরকারী আইএইচটি (IHT) হইতে ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত);
(উ) বেসরকারী ম্যাটস (MATS) হইতে ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত);
(ঊ) বোর্ডের সচিব অর্থ কমিটির সদস্য সচিব হইবেন।

(খ) অর্থ কমিটির সভার কোরামের জন্য তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(গ) অর্থ কমিটির নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, যথাঃ-

(অ) বোর্ডের প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজনে পুনরায় সংশোধন করা;
(আ) অর্থ বৎসরের পুনঃ অধিকারভুক্তিতে এবং প্রয়োজন অনুসারে বাজেটের এক খাত হইতে অন্য খাতে (head) পরিবর্তনের সুপারিশ করিবে;
(ই) বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বিশেষ কোন খাতের খরচ এবং সম্মানীত কোন পরিদর্শনকারীর বিশেষ কোন ভ্রমনভাতার সুপারিশ করিবে;
(ঈ) মেয়াদভিত্তিক বোর্ডের আর্থিক অবস্থা যাচাই এবং বোর্ডের নিকট উহার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করিবে;

(উ) বোর্ডের হিসাব, সময় সময়, তদারকী এবং প্রয়োজনে আন্ড়্ত অডিটর নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবে;

(ঊ) এই আইন এর অধীন প্রণীত প্রবিধান অনুযায়ী বোর্ডের বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতি নির্ধারণ এবং হিসাব কিভাবে সংরক্ষণ করা হইবে সেই বিষয়ে পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে;

(ঋ) অডিট রিপোর্ট বিবেচনাক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবে; এবং

(এ) চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত কোন বিষয় বিবেচনাক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিবে।

(ঘ) অর্থ কমিটিতে পদাধিকার বলে নির্বাচিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণ দুই বৎসর পর্যন্ড় স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

১৩। **সিলেকশন কমিটি গঠন ও কার্যাবলী ঃ**

(ক) বাছাই কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(অ) চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);

(আ) ঢাকাস্থ সরকারী মেডিকেল কলেজ হইতে ১ (এক) জন অধ্যক্ষ (বোর্ড কর্তৃক মনোনীত);

(ই) পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (পদাধিকারবলে);

(ঈ) বোর্ডের সচিব বাছাই কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

(খ) বাছাই কমিটি বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী তাহাদের বেতন ভাতাদি নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করিবে।

(গ) বাছাই কমিটির সভার কোরামের জন্য তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

১৪। **উপ-কমিটির সদস্য পদের নিবৃত্তি ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কোন কমিটির সদস্য পদ হইতে বিরত থাকেন তাহা হইলে তিনি কোন উপ-কমিটির সদস্য হইতে ও বিরত থাকিবেন, যাহা তিনি উক্ত কমিটির সদস্য পদ না হইবার ফলে অর্জন করিবেন।

১৫। **ডিপেণ্ঢামা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি ঃ**

(ক) ডিপেণ্ঢামা মেডিকেল ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি প্রদান ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বোর্ডের নিকট দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে যদি স্বীকৃতি ও অনুমোদনের শর্তাবলী পূরণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে শিক্ষার মান ও বিষয় নির্ধারণের অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদান করিবেন।

(খ) বোর্ড যদি পরিদর্শন প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার পর মনে করেন যে, আরোপিত শর্তাবলী পূরণ হয় নাই তাহা হইলে উক্ত ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি বাতিল করিতে পারিবেন।

(গ) অন্যান্য বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্ত ও গঠিত সকল ইনস্টিটিউট এই আইন কার্যকর হইবার এক বৎসরের মধ্যে ডিপেণ্ঢামা মেডিকেল ইনস্টিটিউট হিসেবে স্বীকৃতি ও তালিকাভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(ঘ) বোর্ড, পরিদর্শন প্রতিবেদন গ্রহণ সাপেক্ষে, শর্তাবলী পূরণ হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদান করিবে। বোর্ড প্রয়োজন মনে করিলে কোন কর্মকর্তা বা কোন বিশেষজ্ঞ বা যৌথভাবে তাহাদের মাধ্যমে কোন বিশেষ পরিদর্শন করিবে।

(ঙ) যদি কোন কর্মকর্তা বা কমিটির প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, প্রদত্ত স্বীকৃতির শর্তসমুহ পালনে ইনস্টিটিউট ব্যর্থ হইয়াছেন তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে বোর্ড উক্ত ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি বাতিল করিতে পারিবেন। পরিদর্শন কমিটি উহার প্রতিবেদন বোর্ডের বরাবরে দাখিল করিবেন।

১৬। **"প্যারামেডিকেল শিক্ষা" অর্থ স্নাতক পর্যায়ের নিম্নে কোর্স সমূহঃ**

(১) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল এসিসট্যান্ট (ডিএমএ)।
(২) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ল্যাবরেটরী টেকনোলজি)।
(৩) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ডেন্টাল টেকনোলজি)।
(৪) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওলজি এবং ইমেজিং)।
(৫) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (রেডিওথেরাপি)
(৬) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (সেনিটারী ইন্সপেকটরশীপ)।
(৭) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (অকুপেশনাল থেরাপী)।
(৮) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ফিজিওথেরাপী)।
(৯) ডিপেণ্টামা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (ইপিআই)।
(১০) ডিপ্লোমা কোর্স ইন অপারেশন থিয়েটার এসিস্ট্যান্ট।
(১১) ডিপ্লোমা কোর্স ইন ইনসেনটিভ কেয়ার এসিসট্যান্ট।
(১২) ডিপ্লোমা কোর্স ইন মেডিকেল টেকনোলজি (অর্থোটিক্স এন্ড প্রস্থেটিক্স)।
(১৩) সাটিফিকেট কোর্স ইন কমিউনিটি হেলথ ওয়ারকারস।
(১৪) সাটিফিকেট কোর্স ইন এমএলও পি অপথ্যালমিক এসিসট্যান্ট
(১৫) সাটিফিকেট কোর্স ইন এমএলওপি অপথ্যালমিক রিফ্রাকশনিষ্ট।
(১৬) এই ধরণের অন্যান্য সকল প্যারামেডিকেল ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স সমূহ যাহা স্নাতক পর্যায়ের নিম্নে, এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত কোর্স সমূহ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৭। **নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ**

(ক) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত দপ্তরসমূহের, তহবিল এবং পরীক্ষা সংক্রান্ড় যাবতীয় কার্যক্রম পরিদর্শনের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং বোর্ড সংশিণ্টষ্ট যে কোন কার্যক্রম পরিদর্শন বা তদারকী করিতে পারিবেন। তিনি এইরূপ পরিদর্শনের বা নিরীক্ষার প্রতিবেদন বোর্ড এর নিকট দাখিল করিবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ড যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের দাখিলকৃত ব্যাখ্যা বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজনীয় যে কোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যানকে উক্ত নির্দেশনা পালন করিতে হইবে।

(খ) উপরি-উক্ত ধারার বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, বোর্ডের বা যে কোন কমিটির বাৎসরিক কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, এই আইনের বিধানানুযায়ী সম্পন্ন করা হয় নাই তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যক্রম লিখিত আদেশের মাধ্যমে বাতিল করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে সংশিণ্টষ্ট বোর্ড বা কমিটির চেয়ারম্যানকে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইবে না কেন মর্মে ব্যাখ্যা চাহিবেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকিবে।

১৮। বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ঃ

(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে বোর্ড ইহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(খ) বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। বোর্ডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের চাকুরীর পদমর্যাদা, শর্তাবলী ও শৃঙ্খলা বিধি, ছুটি মঞ্জুর এবং অবসর সুবিধাদি বোর্ডের প্রবিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

২০। চেয়ারম্যান পদ ছাড়া বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারী পদ শূণ্য হইলে উহা প্রবিধিতে উল্লিখিত বিধান দ্বারা পূরণ করা যাইবে।

২১। বোর্ড তাহার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনাসহ প্রশাসনিক, একাডেমিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২২। বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড নিম্নরূপ কমিটি গঠন করিবে, যথাঃ-

(ক) পরিচালনা বোর্ড
(খ) একাডেমিক কমিটি;
(গ) সিলেকশন কমিটি;
(ঘ) ফাইনান্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটি;
(ঙ) জনবল কাঠামো কমিটি;
(চ) প্রমোশন কমিটি; এবং
(ছ) সময় সময় প্রয়োজনে গঠিত এইরূপ অন্যান্য কমিটি সমূহ।

২৩। বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রাক্কলিত বাজেট ঃ

প্রাক্কলিত বাজেট সচিব কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(ক) বোর্ডের সচিব বোর্ডের বাজেট সভায় বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত বিগত আর্থিক বৎসরের কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী পেশ করিবেন এবং উহাতে বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড উক্ত অর্থ বৎসরে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উলেস্নখ করিবেন।

(খ) প্রাক্কলিত বাজেট সচিব কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

২৪। **বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তহবিল খরচ নির্বাহ ঃ**

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নয় এমন কোন খরচ এবং অনুমোদিত না হইলে বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড হইতে উক্ত খরচ নির্বাহ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) সাপেক্ষে-

(১) বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড তহবিল নিম্নরূপ খাতে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও বোর্ডের কর্মচারীদের বেতনাদি ও ভাতাদি পরিশোধ;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পুস্তিকা, ফরম, দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ;

(গ) বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণ ও অতঃপর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ সকল ব্যয় নির্বাহ;

(ঘ) আনুষাঙ্গিক খরচ ও মূলধন জাতীয় ব্যয় নির্বাহ;

(ঙ) এই আইনের বিধানানুযায়ী এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যাবতীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ।

(চ) নিরীক্ষার (অডিট) খরচ পরিশোধ;

(ছ) সকল প্রকার সম্মানী প্রদান।